দৈনিক বাংলা

004

তারিখ 23 OCT 1985
পৃষ্ঠা 1 কলাম

২০০ স্কুলভবন ৭৫ বছরের পুরনো: ধসে পড়তে পারে

।। হাসান হাফিজ ।।

সারা দেশের প্রায় দুই শত হাইস্কুলের ভবন কমপক্ষে ৭৫ বছরের পুরনো। এগুলির সবকটিই বেসরকারী স্কুল। দ্রুত এসব ভবনের সংস্কার, বা ভেঙে ফেলে পুনর্নির্মাণ না করা হলে জগন্নাথ হলের মত দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশংকা রয়েছে।

গত বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদফতরের ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের এক জরিপে এই তথ্য পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানান: ভবন গুলিকে বিপদমুক্ত ও নিরাপদে ব্যবহারোপযোগী করে তোলার জন্যে চার কোটি টাকার দরকার। জগন্নাথ হলের মর্মান্তিক ঘটনার পর উল্লিখিত জরাজীর্ণ ভবন-গুলির ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সক্রিয়ভাবে চিন্তা ভাবনা করছে।

এসব জীর্ণদশা স্কুলভবনের সংখ্যা ঢাকায় সবচেয়ে বেশি—মোট ২৬টি। কুমিল্লায় ২০টির বেশি, পাবনায় ২০টি, বরিশালে ১৫টির মতো স্কুলবাড়ি রয়েছে যেগুলির বয়স ৭৫ বছর। কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভবনের বয়স শতাব্দীরও বেশি।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদফতরের মহাপরিচালক ডক্টর এ এইচ এম করিম জানান, স্কুল, কলেজের জন্যে বিপজ্জনক ভবন ব্যবহার করা উচিত নয়। এই মর্মে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সম্প্রতি সতর্ক করে দিয়ে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের প্রকৌশলী দ্বারা ভবন পরীক্ষা করানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জীর্ণ, ভগ্ন, প্রাচীন ভবনগুলির সংস্কার, পুনর্গঠন, রক্ষণাবেক্ষণ বা ভেঙে ফেলার

(শেষ পৃ: ১-এর ক: দ্র:)

ইস্ট বেঙ্গল ইন্সটিটিউশনের সিলিংয়ের একাংশ। যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।
ছবি: ওয়াসে আনসারী

দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 OCT 1985
পৃষ্ঠা কলাম

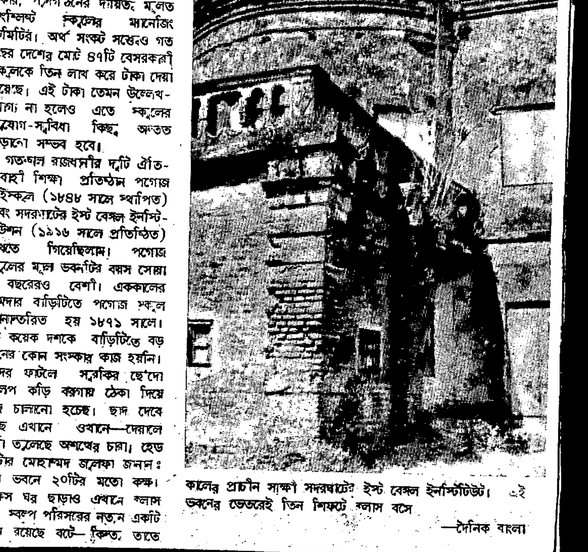

ঢাকার প্রাচীনতম পগোজ হাইস্কুলের জরাজীর্ণ ছাদের একাংশ —দৈনিক বাংলা

২০০ স্কুল ভবন ৭৫ বছরের পুরনো

(১-এর পৃ: পর)

ব্যাপারটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা চলছে, প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। জগন্নাথ হলের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর তারা খুবই সতর্ক হয়েছেন বলে মহাপরিচালক জানান। পর্তুগীজদের তৈরি ভবনে অবস্থিত চট্টগ্রাম মুসলিম হাইস্কুল পুরনো ভবনের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জগন্নাথ হল ট্র্যাজেডির পরদিনই নিউ গবর্নমেন্ট গার্লস হাই-স্কুলকে পড়ো পড়ো ভবনের বদলে আর্মানীটোলা হাইস্কুলের মর্নিং শিফটে ক্লাস নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরিদফতরের মহাপরিচালক জানান: বেসরকারী স্কুলের পুরনো ভবন ভাঙা, সংস্কার, পুনর্গঠনের দায়িত্ব মূলত সংশ্লিষ্ট স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির। অর্থ সংকট সত্ত্বেও গত বছর দেশের মোট ৪৭টি বেসরকারী স্কুলকে তিন লাখ করে টাকা দেয়া হয়েছে। এই টাকা তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও এতে স্কুলের সুযোগ-সুবিধা কিছু অন্তত বাড়ানো সম্ভব হবে।

গতকাল রাজধানীর দুটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পগোজ হাইস্কুল (১৮৪৮ সালে স্থাপিত) এবং সদরঘাটের ইস্ট বেঙ্গল ইন্সটিটিউশন (১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত) দেখতে গিয়েছিলাম। পগোজ স্কুলের মূল ভবনটির বয়স সোয়া শ' বছরেরও বেশী। এককালের জমিদার বাড়িটিতে পগোজ স্কুল স্থানান্তরিত হয় ১৮৭১ সালে। গত কয়েক দশকে বাড়িটিতে বড় ধরনের কোন সংস্কার কাজ হয়নি। ছাদের ফাটলে সুরকির ছেঁদো প্রলেপ কড়ি বরগায় ঠেকা দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। ছাদ দেবে গেছে এখানে ওখানে—দেয়ালে মাথা তুলেছে অশত্থের চারা। হেড মাস্টার মোহাম্মদ জুলফা জানান: মূল ভবনে ২০টির মতো কক্ষ। অফিস ঘর ছাড়াও এখানে ক্লাস হয়। স্বল্প পরিসরের নতুন একটি ভবন রয়েছে বটে—কিন্তু তাতে তিন শিফট করেও স্কুল চালানো যাবে না। ছাত্র সংখ্যা দুই হাজার। মূল ভবনের সংস্কারসাধন অথবা ভেঙে নতুন করে গড়ার আর্থিক সঙ্গতি স্কুল কর্তৃপক্ষের নেই। সহকারী হেডমাস্টার কথায় কথায় বললেন গত রাতে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন স্কুল বাড়িটা যেন ভেঙে পড়ছে।

ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউশনের হাল হাকিকত দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। নড়বড়ে কাঠামো নিয়ে কোন মতে ভবনটি টিকে আছে। এর মধ্যেই নয়টি ক্লাস রুম, অফিস, শিক্ষকদের ঘর। তিন শিফটে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দুই হাজারেরও বেশী। ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউশনের ভবনও পুরনো জমিদার বাড়ি। এর সঠিক বয়স কেউ বলতে পারে না। ১৯৬৫ সালে পূর্ত বিভাগ কিছু বীম বদলানোর কথা বলেছিল। বদলানো হয়নি। ছাদ দেবে গেলে বাঁশ দিয়ে ঠেকা দেয়া হয়। ভবনের পলেস্তারা খসে গেছে, ছাদ পড়ো পড়ো—হঠাৎ এই স্কুলে ঢুকলে ভূতুড়ে বাড়ি বলে মনে হয়।

প্রধান শিক্ষক এ কে এম এবাদত হোসেন জানান, জীর্ণ স্কুল ভবনটি যে কোন দিন ধসে পড়তে পারে। ভবনটি ভেঙে নতুন করে তৈরির জন্যে তারা সরকারের উচ্চ পর্যায়ে দেন দরবার করেও কোন ফল পাননি।

কালের প্রাচীন সাক্ষী সদরঘাটের ইস্ট বেঙ্গল ইন্সটিটিউট। এই ভবনের ভেতরেই তিন শিফটে ক্লাস বসে —দৈনিক বাংলা